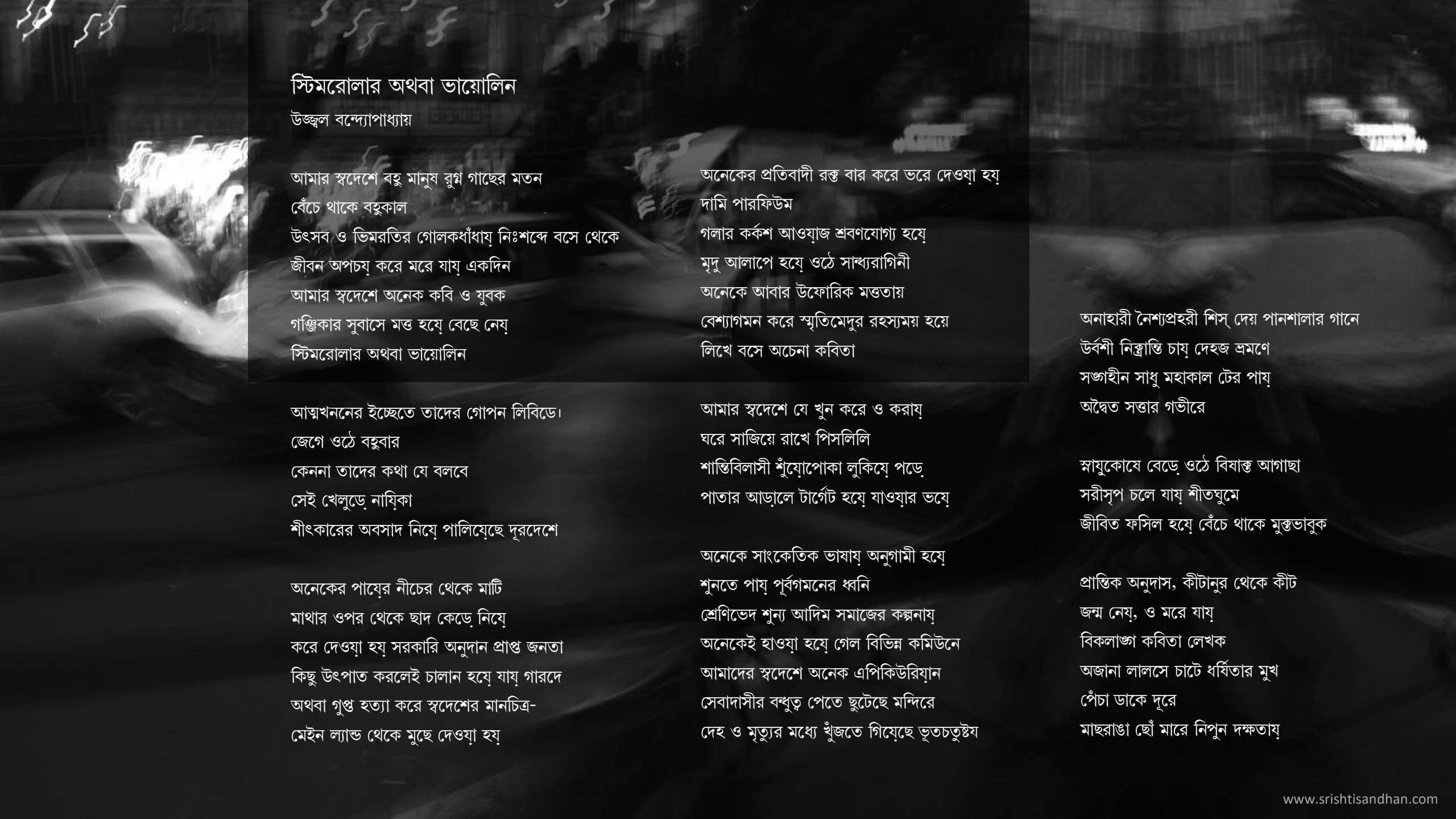

স্টিমরোলার অথবা ভায়োলিন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার স্বদেশে বহু মানুষ রুগ্ন গাছের মতন
বেঁচে থাকে বহুকাল
উৎসব ও ভিমরতির গোলকধাঁধায় নিঃশব্দে বসে থেকে
জীবন অপচয় করে মরে যায় একদিন
আমার স্বদেশে অনেক কবি ও যুবক
গঞ্জিকার সুবাসে মত্ত হয়ে বেছে নেয়
স্টিমরোলার অথবা ভায়োলিন

আত্মখননের ইচ্ছেতে তাদের গোপন লিবিডো।
জেগে ওঠে বহুবার
কেননা তাদের কথা যে বলবে
সেই খেলুড়ে নায়িকা
শীৎকারের অবসাদ নিয়ে পালিয়েছে দূরদেশে

অনেকের পায়ের নীচের থেকে মাটি
মাথার ওপর থেকে ছাদ কেড়ে নিয়ে
করে দেওয়া হয় সরকারি অনুদান প্রাপ্ত জনতা
কিছু উৎপাত করলেই চালান হয়ে যায় গারদে
অথবা গুপ্ত হত্যা করে স্বদেশের মানচিত্র-
মেইন ল্যান্ড থেকে মুছে দেওয়া হয়

অনেকের প্রতিবাদী রক্ত বার করে ভরে দেওয়া হয়
দামি পারফিউম
গলার কর্কশ আওয়াজ শ্রবণযোগ্য হয়ে
মৃদু আলাপে হয়ে ওঠে সান্ধ্যরাগিনী
অনেকে আবার উফোরিক মত্ততায়
বেশ্যাগমন করে স্মৃতিমেদুর রহস্যময় হয়ে
লিখে বসে অচেনা কবিতা

আমার স্বদেশে যে খুন করে ও করায়
ঘরে সাজিয়ে রাখে পিসলিলি
শান্তিবিলাসী শুঁয়োপোকা লুকিয়ে পড়ে
পাতার আড়ালে টার্গেট হয়ে যাওয়ার ভয়ে

অনেকে সাংকেতিক ভাষায় অনুগামী হয়ে
শুনতে পায় পূর্বগমনের ধ্বনি
শ্রেণিভেদ শুন্য আদিম সমাজের কল্পনায়
অনেকেই হাওয়া হয়ে গেল বিভিন্ন কমিউনে
আমাদের স্বদেশে অনেক এপিকিউরিয়ান
সেবাদাসীর বন্ধুত্ব পেতে ছুটেছে মন্দিরে
দেহ ও মৃত্যুর মধ্যে খুঁজতে গিয়েছে ভূতচতুষ্টয়

অনাহারী নৈশ্যপ্রহরী শিস্ দেয় পানশালার গানে
উর্বশী নিষ্ক্রান্তি চায় দেহজ ভ্রমণে
সঙ্গাহীন সাধু মহাকাল টের পায়
অদ্বৈত সত্তার গভীরে

স্নায়ুকোষে বেড়ে ওঠে বিষাক্ত আগাছা
সরীসৃপ চলে যায় শীতঘুমে
জীবিত ফসিল হয়ে বেঁচে থাকে মুক্তভাবুক

প্রান্তিক অনুদাস, কীটানুর থেকে কীট
জন্ম নেয়, ও মরে যায়
বিকলাঙ্গা কবিতা লেখক
অজানা লালসে চাটে ধর্ষিতার মুখ
পেঁচা ডাকে দূরে
মাছরাঙা ছোঁ মারে নিপুন দক্ষতায়

www.srishtisandhan.com